দৈনিক [illegible]

তারিখ 28 NOV 1991 পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

মাধ্যমিক পরীক্ষা সংস্কারের সুপারিশ শিক্ষার্থীদের নোটবই নির্ভর করবে

॥ জাকারিয়া কাজল ॥

মাধ্যমিক পরীক্ষা সংস্কার টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ শিক্ষার্থীদের পুরোপুরি নোট বই-নির্ভর করে তুলবে— এ অভিমত শিক্ষকবৃন্দের। তাদের অভিযোগ, নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার পাশাপাশি রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা প্রশ্নমালা তৈরীর ফলে শিক্ষার্থীদের টেক্সট বুক পড়ার প্রবণতা থাকবে না। কারণ, এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ইতিমধ্যেই এসব নির্দিষ্ট প্রশ্মালার আলোকে নোট বই বা প্রশ্নোত্তর বই প্রকাশ করছে। এর ফলে, শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান আহরণের বদলে পরীক্ষা পাস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শিক্ষাজীবনে এর ভয়াবহ প্রভাব পড়বে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রের বিষয়ে কিছু সংস্কারসহ রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা প্রশ্নমালা প্রত্যাহারের বিষয়টি আশু বিবেচনায় এনে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে এখনি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রচলিত পদ্ধতি সংস্কারের লক্ষ্যে বিগত সরকার একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিল। এই টাস্ক ফোর্স মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রতি একশ' নম্বরের প্রশ্নে ৫০ নম্বর নৈর্ব্যক্তিক এবং ৫০ নম্বর রচনামূলক প্রশ্নের ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র তৈরীর সুপারিশ করে। সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দু'টি বিভাগে আলাদাভাবে পাস করা বাধ্যতামূলক ছিল।

পরবর্তীতে বর্তমান সরকার দু'বিষয় মিলিয়ে পাস ও গণিত, উচ্চতর গণিত হতে নৈর্ব্যক্তিক অংশ বাদ দিয়ে অন্য বিষয়ে এই পদ্ধতি চালু রাখেন। আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা এই টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে এই টাস্ক ফোর্স প্রতিটি নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ের জন্য ৫শ'টি প্রশ্নের একটি প্রশ্নমালা তৈরী করেছে। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী এই প্রশ্নমালা হতেই নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রশ্ন করতে হবে। পাশাপাশি রচনামূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রেও ২শ' প্রশ্নের নমুনা প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে। রচনামূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রে এই ২শ' প্রশ্ন হতে প্রশ্ন করা হবে— এটা আবশ্যিক বলে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দেয়া হলেও একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানিয়েছে, আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় এর থেকেই রচনামূলক প্রশ্ন করা হচ্ছে। এছাড়া, রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা প্রশ্নমালা প্রকাশের ফলে সব প্রশ্ন এই নমুনা হতেই হবে এটা ধরে নেয়াই স্বাভাবিক। নৈর্ব্যক্তিক অংশের প্রশ্নের ক্ষেত্রে নমুনা বাধ্যতামূলক ঘোষণায় রচনামূলকের ক্ষেত্রেও এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণ স্পৃহা কমিয়ে নোট বই-নির্ভর করে তুলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সাধারণত প্রতিটি টেক্সট বইতে নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদ শেষে অনুশীলনীতে

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

পরীক্ষা সংস্কার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বেশকিছু রচনামূলক প্রশ্ন থাকে। অনেক ক্ষেত্রে উৎসাহী ও আগ্রহী শিক্ষার্থীগণ নিজেদের উত্তরের মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ফলে শিক্ষার্থীদের এখন টেক্সট বই-এর বদলে এই প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত নোট বই পড়লেই পরীক্ষা পাসের উদ্দেশ্য পূরণ হবে। এর ফলে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত টেক্সট বইগুলোর কোন গুরুত্ব থাকছে না। পাশাপাশি বিভিন্ন লেখকের লেখা ব্যাকরণ, রচনা ইত্যাদি পুস্তকেরও প্রয়োজন থাকছে না। এছাড়াও বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের যে সব বই বাজারে রয়েছে তারও প্রয়োজন থাকবে না। ফলে, বিপুল পরিমাণ মুদ্রিত পুস্তক অবিক্রিত থেকে যাবে— যা প্রকাশনা শিল্পের জন্য হুমকিস্বরূপ। এ অবস্থায় ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বার্থে ও সার্বিক জ্ঞান আহরণের লক্ষ্যে রচনামূলক প্রশ্ন টেক্সট বুক নির্ভর হওয়া উচিত বলে সংশ্লিষ্ট মহল অভিমত ব্যক্ত করেছে। এই মহলের মতে, রচনামূলক অংশের ক্ষেত্রে নমুনা প্রশ্নমালা প্রত্যাহার অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে বিভিন্ন টেক্সট বুকের অনুশীলনী প্রশ্নমালাই প্রশ্ন তৈরীর মাপকাঠি হওয়া প্রয়োজন।

যদি কর্তৃপক্ষ আরো রচনামূলক প্রশ্ন যুক্ত করতে চান সে ক্ষেত্রে তা টেক্সট বুকসমূহের অনুশীলনীতে সংযুক্ত হওয়াই অধিকতর শ্রেয়। নৈর্ব্যক্তিক অংশের বিষয়ে টাস্ক ফোর্স যে সুপারিশ করেছে সে বিষয়েও প্রশ্ন রয়েছে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে (ক) সত্য মিথ্যা নির্ধারণী, (খ) এক কথায় উত্তর, (গ) শূন্যস্থান পূরণ, (ঘ) মিলকরণ, (ঙ) বহু নির্বাচনী—এই পাঁচটি পদ্ধতি মিলিয়ে প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হলে শিক্ষার্থীর জ্ঞান যাচাই-এ তা সার্থক মাপকাঠি বলে বিবেচিত হয়। অথচ টাস্ক ফোর্স কেবলমাত্র বহু নির্বাচনী ভিত্তিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালা নির্বাচন করেছে। আলোচ্য পদ্ধতিতে একটি প্রশ্নের একাধিক উত্তর থাকবে—যার একটি সঠিক এবং এতে চিহ্ন দিতে হবে। ধরা যাক, প্রশ্নটি হল রেডিও-এর আবিষ্কারক কে? এ ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রে (ক) আলভা এডিসন, (খ) মার্কনী, (গ) ফ্রাঙ্কলিন, (ঘ) গ্রাহাম বেল দেয়া থাকল। এখন শিক্ষার্থীকে (খ)-তে চিহ্ন দিতে হবে। বাস্তবে দেখা যাবে নমুনা প্রশ্নমালার নোট বই নির্ভর শিক্ষার্থী এর শুদ্ধ উত্তর হিসেবে (ঘ) মুখস্থ করছে। আসল আবিষ্কারকের নাম জানারও প্রয়োজন নেই। পাশাপাশি ৫০টি প্রশ্নের এই পরীক্ষায় কোন পরীক্ষার্থী যদি কোন পড়াশোনা ছাড়া প্রতিটির (ক)-তে চিহ্ন দিয়ে যায়—তবু তার বেশ কিছু প্রশ্ন শুদ্ধ হবে। এক্ষেত্রে ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কাটা যাবার বিধান না থাকায় যথেচ্ছা উত্তরে কোন ঝুঁকি নেই। এছাড়া নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরের বিষয়ে চিহ্ন নির্ধারণীর বিষয়ে ভিন্নতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে টিক চিহ্নকে স্ট্যান্ডার্ড ধরা যেতে পারে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে এই পাঁচ পদ্ধতির মিশ্রণ-এর উদ্দেশ্য পূরণে অধিক উপযোগী হত এই অভিমত বিশেষজ্ঞদের।

মাধ্যমিক পরীক্ষা সংস্কারের বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাধ্যমিক পরীক্ষা একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত জীবনের ভিত্তি। অথচ এই সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিষয়টি কেবল মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এই সংস্কার কতটুকু উপযোগী বা বাস্তবসম্মত হয়েছে এ বিষয়ে এ প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ-এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা এ বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে উল্লেখ করেন। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির মহাসচিব জনাব এম, এ, তাহের-এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি নৈর্ব্যক্তিক অংশের বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ না করে রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা প্রশ্নমালা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। জনাব তাহের বলেন, রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা প্রশ্নমালা প্রণীত হলে ছাত্র-ছাত্রীদের স্পৃহা যেমন জ্ঞানার্জনের পরিবর্তে পরীক্ষা পাসের দিকে যাবে তেমনি দেশের প্রকাশনা শিল্পও মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে! কারণ ইতিমধ্যে প্রকাশিত লাখ লাখ টাকা মূল্যের বিভিন্ন বই-এর বদলে ছাত্র-ছাত্রীরা নমুনা প্রশ্নমালার নোটের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এতে টেক্সট বুক বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা যেমন থাকছে না তেমনি লেখকরাও রয়ালটি হতে বঞ্চিত হবেন।